ছাত্রদলের কমিটি

সুযোগ সন্ধানীরা তৎপর

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য**

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলন আগামী ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে অনুষ্ঠিত হবে। জানা গেছে, বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে আসায় ছাত্রদলের নীতি নির্ধারণী মহল আগামী পয়লা জানুয়ারি কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ কারণে সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দলে গ্রুপিং প্রকট হয়ে উঠছে। বাড়ছে আঞ্চলিকতার প্রভাব। সুযোগ সন্ধানীরা এখন নিয়মিত মধুর ক্যান্টিনে আসছে। অপেক্ষায় রয়েছেন আগামী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হবার। ভালো পদ পাওয়ার জন্য সকলেই বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের কাছে তার অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করছেন, যোগাযোগ বাড়িয়েছেন বিএনপির প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান দুই পদ নিয়ে এখন নীতি নির্ধারকেরা কোনো সিদ্ধান্তে আসেনি। এ বিষয়ে তারেক রহমান কারো সঙ্গে কোনো আলোচনা করছেন না।

বিগত কমিটি থেকে ছাত্রদলের অনেক ত্যাগী নেতা ছিটকে পড়ে। সুবিধাবাদীরাই কমিটিতে বেশি লাভবান হয়। এ কারণে ছাত্রদলের সাধারণ নেতা-কর্মীদের দাবি, ছাত্রদলের আগামী নেতৃত্বে যেন ত্যাগী নেতাদের সমন্বয়ে ঘটে। অযোগ্য, অদক্ষ, সংগঠনে অবদান নেই এমন নেতাদের যেন কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়ে আসা না হয়।

ছাত্রদল : জন্ম থেকে গ্রুপিং

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের '৭৯ সালের ১ জানুয়ারি যাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাতে সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। শিক্ষা, শান্তি, প্রগতিই সংগঠনটির আদর্শিক মূলমন্ত্র। আশির দশকে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদলের জোয়ার সৃষ্টি হয়। তবে আত্মপ্রকাশের পরই ছাত্রদলে শুরু হয় মেরুকরণ। মূল রাজনৈতিক দল বিএনপির আদর্শিক দ্বন্দ্ব প্রভাব ফেলে ছাত্রদলের ওপর। বিএনপির ভেতরে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে চিহ্নিত যে দুটো গ্রুপ রয়েছে, এই গ্রুপ দুটো ছাত্রদলের ভেতরে নিজেদের সার্থক ধারা সৃষ্টি করে। গ্রুপিং এড়ানোর জন্য ছাত্রদলের ইতিহাসে একবারই কাউন্সিলারদের ভোটে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে কাউন্সিলারদের সরাসরি ভোটে এ কমিটি গঠন করা হয়। এতে রিজভী আহমেদ সভাপতি ও ইলিয়াস খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ফজলুল হক মিলন সভাপতি পদে ও নাজিম উদ্দীন আলম সাধারণ সম্পাদক পদে পরাজিত হন। গ্রুপিং এড়ানোর জন্য ভোটের মাধ্যমে কমিটি করা হলেও, শেষ পর্যন্ত দুটি লাশের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত কমিটির কার্যক্রম শেষ হয়। কমিটি গঠনের মাত্র আড়াই মাসের মাথায় দুই জন নিহত হয়। ফজলুল হক হলের পাভেল ও সূর্যসেন হলের জিন্নাহ। বিএনপির হাইকমান্ড তখন প্রথমবারের মতো ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়। এ ঘটনার ৯ মাস পর নির্বাচনে পরাজিত মিলনকে সভাপতি ও আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রদলের কমিটি পুনঃগঠিত হয়। মিলন ও আলমের কমিটি ভেঙে দেয়ার আগ মুহূর্তে শুরু হয় শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি ও তৎকালীন ঢাকা মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি অছাত্র নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টুর মধ্যে দ্বন্দ্ব। এ সময় বিএনপির প্রগতিশীল অংশের শহীদউদ্দীন এ্যানি ও প্রতিক্রিয়াশীল অংশের নাসিরউদ্দীন পিন্টু পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এ্যানিকে সভাপতি ও হাবিব উন নবী সোহেলকে সাধারণ সম্পাদক করে '৯৬ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। নাসিরউদ্দিন পিন্টু এ সময় সাধারণ সম্পাদকের পদে তদবির চালিয়েও ব্যর্থ হয়। সহসভাপতি পদ লাভ করেন। এ্যানি-সোহেল কমিটি ঘোষণার পর পিন্টু পরোক্ষভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তীব্র হয়ে ওঠে অন্তর্দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বেই '৯৭ সালের ২৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরিফ হোসাইন তাজ নামে ছাত্রদলের নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

'৯৮ সালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে ছাত্রদলের তৎকালীন সভাপতি শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি ও সাধারণ সম্পাদক হাবিব উন নবী সোহেল দীর্ঘ ৫ মাস কারাগারে থাকেন। ছাত্রদলের এ

মধুর ক্যান্টিনে বাড়ছে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ভিড়

সময়ে সাংগঠনিক স্থবিরতা কাটাতে নেতৃত্বে নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টুকে নিয়ে আসা হয়। এ সময় সোহেলকে সভাপতি ও পিন্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে দলের কমিটি গঠন করা হয়। সোহেল এ সময় জেলে থাকায় পিন্টু মহানগরের অছাত্রদের কমিটিতে নিয়ে আসে। এ কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সাহাবুদ্দীন লাল্টুর নেতৃত্বে পিন্টুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পিন্টুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। দলীয় তীব্র কোন্দল মিটাতে নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু সভাপতি ও সাহাবুদ্দিন লাল্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে সমঝোতা কমিটি গঠন করা হয়। এ সমঝোতার কাঠগড়ায় পিষ্ট হন হাবিব উন নবী সোহেল। পিন্টু ও লাল্টুর ২৯৬ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটিতে অছাত্র, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, টোকাই পর্যন্ত স্থান পায়। ফলে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর বেপরোয়া হয়ে ওঠে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতারা। মেতে ওঠে চাঁদাবাজি, দখল, টেন্ডারবাজিতে। প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে জগন্নাথ হল দখলের মহড়ার পর ২০০১ সালের ১৭ নবেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটি স্থগিত করা হয়। স্থগিত থাকার ১০ মাস পর আজিজুল বারী হেলালকে সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টুকে সভাপতি করে কমিটি ঘোষণা করা হয়। ফলে কমিটি থেকে বাদ পড়ে দলের দুই ত্যাগী নেতা এবিএম মোশাররফ ও মনির হোসেন। পরবর্তীতে কমিটিতেই আসতে পারেননি মোস্তাফিজুল ইসলাম মাজুন, আব্দুল বারী ড্যানি, রেহানা আক্তার রানু। অভিযোগ রয়েছে, বিগত কমিটিতে ত্যাগী নেতারা সবচেয়ে উপেক্ষিত হয়েছে। অনেককে নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার জন্য , i“Znxb পদ দেয়া হয়েছে।

লাল্টু-হেলাল কমিটি : ব্যর্থতার পাল্লাভারী

বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি দাবি করছে তাদের নেতৃত্বে ছাত্রদল তৃণমূল পর্যন্ত শক্তিশালী হয়েছে। সারা দেশে প্রত্যেক জেলায় ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়েছে। এমনকি থানা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ডেও কমিটি গঠিত হয়েছে। তবে কমিটি গঠন নিয়ে রয়েছে নানা অভিযোগ। কমিটি গঠনে এলাকার গ্রুপগুলোকে নিয়ে সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হয়নি।

হেলাল-লাল্টু তাদের পছন্দের একটি গ্রুপকেই সমানে নিয়ে এসেছেন। ফলে ছাত্রদল থেকে অনেক নেতা-কর্মী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। বর্তমান কমিটি বিরোধী শিবিরের আন্দোলনকে গণতান্ত্রিকভাবে মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে। অনার্স ডিগ্রিকে প্রফেশনাল ডিগ্রির দাবিতে সাধারণ ছাত্ররা মিছিল করলে, ছাত্রদল তাদের মারধর করে। হুমায়ুন আজাদের হত্যা প্রচেষ্টার প্রতিবাদের মিছিলেও ছাত্রদল হামলা চালায়। গত ১১ সেপ্টেম্বর আবারো ছাত্রদল প্রগতিশীল ৬ সংগঠনের সমাবেশে হামলা চালায়। ফলে ক্যাম্পাস অচল হয়ে পড়ে। কার্যত কেন্দ্রীয় দুই নেতা লাল্টু ও হেলালের অদূরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার বার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। অভিযোগ রয়েছে, ছাত্রদল যখন বিপাকে পড়েছে, তারেক রহমানকে কেন্দ্রীয় দুই নেতা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছে। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করেছেন।

চলছে গ্রুপিং

সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলে গ্রুপিং এখন তীব্র হয়ে উঠেছে। বেড়েছে আঞ্চলিকতার প্রভাব। ছাত্রদলের সভাপতি সাহাবুদ্দীন লাল্টুর নিজেই একটি গ্রুপ দীর্ঘদিন চালিয়ে আসছেন। দক্ষিণাঞ্চলের ছাত্রদল নেতা-কর্মীরাই এ গ্রুপে প্রাধান্য পান। অভিযোগ রয়েছে, লাল্টু তার গ্রুপের বাইরে কাউকেই সহযোগিতা করেন না। তবে বাইরে থেকে এ গ্রুপ গিয়াসউদ্দিন আল মামুনের শেল্টার পায়। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম আলিম একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দেয়। এ গ্রুপের সঙ্গে সখ্যতা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ লোক বলে পরিচিতি ড. ফিরোজের। কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল বারী বাবুর রয়েছে একটি গ্রুপ। জানা গেছে, বিগত কমিটির বাদ পড়া অনেক ত্যাগী নেতা রয়েছে তার সঙ্গে। এই গ্রুপকে শেল্টার দিয়ে থাকেন হাওয়া ভবনের প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত রফিকুল ইসলাম বকুল। কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর রয়েছে একটি গ্রুপ। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় এই গ্রুপটি গড়ে উঠেছে। জানা গেছে এ গ্রুপের অন্যতম শক্তি ফজলুল হক মিলন ও আমানউল্লাহ আমান।

বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদল কেন্দ্রিক টেন্ডার সিন্ডিকেট গ্রুপ তৈরি হয়েছে। এর বড় অংশটি কেন্দ্রীয় সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টু সমর্থন করে থাকেন। যার নেতৃত্বে আছেন সাঈদ ইকবাল মাহমুদ টিটু, শিপন, বিশ্ববিদ্যালয় যুগ্ম আহবায়ক খোকন, বাবু, পলাশ, মিশু, হল পর্যায়ে মুন্না, টিটু, লিংকন, পাভেল, আজম। ব্যাংক ডাকাতির কারণে আটক তানজিলও এই সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

সাধারণ সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল সমর্থিত কেন্দ্রীয় সম্পাদক মুনীর হোসেনের নেতৃত্বে আরেকটি টেন্ডার গ্রুপ রয়েছে। এই গ্রুপের সদস্য হলেন মুসাব্বির টিটু, আদেল মোঃ জুয়েল, আঃ মতিন, সাইফুল, সোহাগ। তবে টিটু, মনির ও পলাশ ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সম্মেলনকে সামনে রেখে ছাত্রদলের গ্রুপিং এখন তীব্র। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি পদের জন্য জোর লবিং শুরু করেছেন আজিজুল বারী হেলাল, সফিউল বারী বাবু, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, ফরহাদ হোসেন আজাদ, সেলুমুজ্জামান সেলিম। তবে ক্যাম্পাসে মনির হোসেনের নামও আলোচিত হচ্ছে।

সাধারণ সম্পাদক হতে লবিং করছেন আবদুল কাদের ভূইয়া জুয়েল, জয়ন্ত কুন্ডু, আমিরুল ইসলাম আলিম, শহিদুল ইসলাম বাবুল, নূরুল ইসলাম নয়ন, শামসুজ্জামান মেহেদী, মোস্তফা খান আদরী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত কমিটির নানামুখী ব্যর্থতা রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ও হল কমিটিতে ত্যাগী নেতারা স্থান পায়নি। ছাত্রলীগ থেকে আসা নবাগতরা কমিটিতে স্থান পেয়েছে। এ কারণে হঠাৎই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি ভেঙে দেয়া হয়। এখন সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর নেতৃত্বে আহবায়ক কমিটি রয়েছে। সাধারণ ছাত্রদের দাবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেন যারা ত্যাগী, ক্যাম্পাসে গ্রহণযোগ্যতা বেশি, পরিশ্রমী এবং অপেক্ষাকৃত তরুণ তাদেরকে দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়। সে ক্ষেত্রে সভাপতি পদে লবিংয়ে নেমেছেন হাসান মামুন, আসাদুজ্জামান আসাদ, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, আমীরুজ্জামান শিমূল, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীগণ।

সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যাদের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে তারা হলেন এএসএম শহীদুল্লাহ ইমরান, দুলাল হোসেন, খোকন, পলাশ, আবেদ, নাহীন।

তবে ছাত্রদলের কমিটি গঠনে হাওয়া ভবনই মুখ্য ভূমিকা পালন করবে বলে জানা গেছে। তারেক রহমানই কমিটি চূড়ান্ত করবেন। এছাড়া বিএনপির মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুইয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিজ চৌধুরীরও প্রধান্য থাকবে। তবে সংগঠননেত্রী খালেদা জিয়া কমিটির PovŠ অনুমোদন দেবেন।

দেশের ছাত্র রাজনীতির রয়েছে সুদূর সংগ্রামের ইতিহাস। ছাত্রদল এই ইতিহাসেরই অংশ। এ জন্য সাধারণ ছাত্রদল সমর্থকদের দাবি, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যেন সৎ, যোগ্য, ত্যাগী নেতৃত্বে আসে। তারা আশা করছে, অছাত্র, সন্ত্রাসী, টেন্ডারবাজদের বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের কমিটি গঠিত হলে, ছাত্র রাজনীতি নতুন ধারায় এগিয়ে যাবে।